ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023

মাধ্যমিক স্তর : পর্যায় 2
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

আগস্ট 2024
শ্রাবণ ১৯৪৬
জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

১১৫.০০

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের সচিব কর্তৃক শ্রী অরবিন্দ মার্গ , নয়াদিল্লী - 110016 তে অবস্থিত প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, বি -3/1, অখলা ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-2, নয়াদিল্লী - 110020 থেকে মুদ্রিত।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023

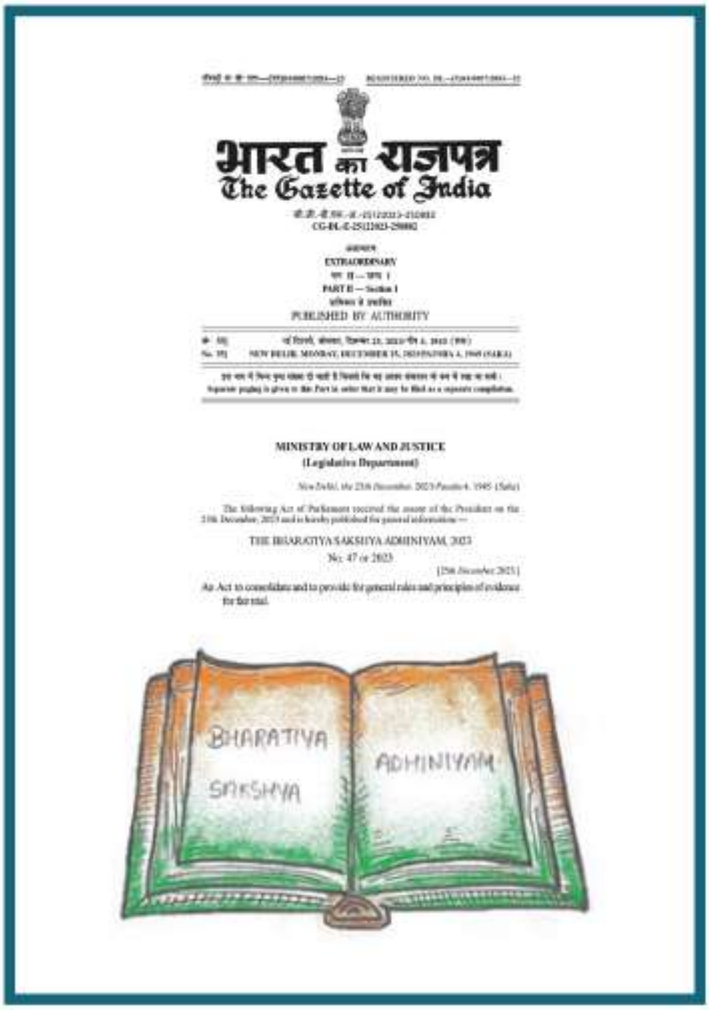

মাধ্যমিক স্তর:পর্যায় 2
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 নং পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক
4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা
5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ
6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা
7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান
8. এস কে আশ্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম
9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া
10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া
11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়
12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)
13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া
14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

সচ্ছতা শক্তিশালীকরণ (Strengthening Transparency)

“তোমরা হয়তো জালিয়াতি, ডাকাতির ঘটনা এবং আইনি মামলার সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতি সাহায্য করেছে সম্পর্কে শুনেছ। তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে মামলাগুলি সমাধানের জন্য কীভাবে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হয় অথবা চুরি বা ডাকাতির বিভিন্ন দিকের সাথে এই সাক্ষ্যগুলো কী ভাবে যুক্ত? তোমরা ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) এবং এর বিভিন্ন বিধান এবং তথ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। এটি তোমাকে ‘সাক্ষ্য (Evidences)’ বলতে কী বোঝায় তা বুঝতেও সাহায্য করবে। এসো আমরা শিখি এবং দায়িত্বশীলভাবে কাজ করি, বিশেষ করে বর্তমান ডিজিটাল যুগে।“

শিখন ফলাফল :

- ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝবে।
- ·প্রত্যক্ষ, পরিস্থিতিগত এবং শোনা কথার মত সাক্ষ্যের ধরন, সাক্ষ্যের আইন (Evidence Law) অনুযায়ী বুঝবে।
- আইনি পরিবেশে প্রযুক্তি কীভাবে সাক্ষ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং উপস্থাপনাকে প্রভাবিত করে তা অন্বেষণ করবে।
- মামলার বিশ্লেষণ এবং সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য সাক্ষ্য আইন সংক্রান্ত (Evidence Law) জ্ঞানের প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারবে।

- যখন পাঠক এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যেখানে তারা কোনও অপরাধের সাক্ষী বা শিকার হয় তখন এই মডিউলের জ্ঞান উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে তাদের মামলা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি প্রধান পথপ্রদর্শক হবে।

ভারতে সাক্ষ্য আইনের বিবর্তন (Evolution of Evidence Law in India)

'Evidence' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'evidens' বা 'evidere' থেকে এসেছে, যার অর্থ "স্পষ্ট ভাবে দেখানো; দৃষ্টিশক্তির কাছে স্পষ্ট করে তোলা; আবিষ্কার করা; নিরূপণ করা; প্রমাণ করা"।

1872 সালে ব্রিটিশ রাজত্ব কালে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কর্তৃক আদতে পাস করা ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (Indian Evidence Act), সাক্ষ্য সম্পর্কিত আইন প্রদান করে এবং আদালতকে মামলার তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে রায় ঘোষণা করতে সহায়তা করে। এটি 'প্রক্রিয়া আইন' (Adjective Law) শ্রেণিতে পড়ে সেই সওয়াল জবাবের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রক্রিয়াগত আইনকে কার্যকর করে। এই আইনটি ভারতের দেওয়ানি (Civil) এবং ফৌজদারি (Criminal) উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত আদালতের প্রক্রিয়া পরিচালনা করে।

BSA অনুসারে ‘সাক্ষ্য’ বলতে বোঝায় -

- তদন্তাধীন বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিন (Electronic) ভাবে প্রদত্ত বিবৃতিসহ সকল বিবৃতি যেগুলি আদালতের অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা সাক্ষীরা আদালতে পেশ করে এবং এই বিবৃতিগুলিকে মৌখিক সাক্ষ্য (Oral Evidence) বলা হয় ।

- আদালতের পরিদর্শনের জন্য বৈদ্যুতিন অথবা ডিজিটাল নথি সহ সমস্ত নথিগুলিকেই নথিমূলক সাক্ষ্য (Documentary Evidence) বলে।

বৈদ্যুতিন নথি এবং ডিজিটাল নথি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দলিল এবং সাক্ষ্যর সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা যে কোনও কাজই দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সাক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত হবে। ‘সাক্ষ্যের’ সংজ্ঞা বিচারের সময় আদালতকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম,2023[Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) 2023

BSA এর লক্ষ্য হল ন্যায্য বিচারের জন্য সাক্ষ্য হিসাবে সাধারণ নিয়ম ও নীতিমালা একত্রিত করা এবং তা প্রদান করা। এই আইনে বিভিন্ন প্রগতিশীল বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল নথির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাথমিক সাক্ষ্যের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ, সাক্ষ্য হিসাবে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথির গ্রহণযোগ্যতার বিধান, আদালতের আওতা থেকে মন্ত্রী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির বিশেষ যোগাযোগ বাদ দেওয়া, বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল সাক্ষ্য পরিচালনার জন্য সার্টিফিকেটের বিধান, ইত্যাদি। BSA তে মোট 170 টি ধারা (Sections) রয়েছে যেখানে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনে(IEA) মোট 167 টি ধারা (Sections) ছিল।

যুক্তি (Rationale)

সাক্ষ্য আইন আমাদের আইনি ব্যবস্থার একটি মৌলিক অংশ যা মূলত এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে ধরা হয়। আদালতে কোন প্রমাণ উপস্হাপন করা যেতে পারে, কীভাবে তা উপস্হাপন করা উচিত এবং কীভাবে তা মূল্যায়ন করা উচিত তা নির্ধারণের জন্য এটি নিয়ম এবং নির্দেশিকা প্রদান করে। সাক্ষ্য আইন কেন অপরিহার্য তার কয়েকটি কারণ এখানে দেওয়া হল:

প্রাসঙ্গিক, প্রকৃত এবং আইনত প্রাপ্ত সাক্ষ্য আইন আদালতে উপস্থাপিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতাকে উৎসাহিত করে। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে বিচার সংক্রান্ত (Judicial) সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বাসযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয় ।

- **আইনি প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা নিশ্চিত করে:** সাক্ষ্য আইন নিশ্চিত করে যে কোনও আইনি বিবাদে উভয় পক্ষেরই তাদের বিষয় উপস্হাপনের ন্যায্য সুযোগ আছে। সাক্ষ্য হিসেবে কী বিবেচনা করা যেতে পারে তার জন্য স্পষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে, এটি পক্ষপাতদুষ্ট বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্যকে মামলার রায়কে প্রভাবিত করা থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে।

- **ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করে:** সাক্ষ্য আইন প্রমাণ কীভাবে সংগ্রহ এবং উপস্হাপন করতে হবে তার মান নির্ধারণ করে ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা করে। উদাহরণ স্বরূপ,এটি বলপূর্বক বা অবৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এটি নিশ্চিত করে যে আইনি প্রক্রিয়া যেন জড়িত সকল পক্ষের অধিকারকে সম্মান করে।

- **নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে:** সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক, প্রকৃত এবং আইনত প্রাপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে, সাক্ষ্য আইন আদালতে উপস্থাপিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে বিচারগত সিদ্ধান্তগুলির বিশ্বাসযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি রয়েছে।

- **বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করে:** সাক্ষ্যের স্পষ্ট নিয়মগুলি কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয় তা নির্ধারণ করে বিচার প্রক্রিয়াকে সুগম করে। এটি অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব এড়াতে সাহায্য করে এবং নিশ্চিত করে যে মামলা যেন সুশৃঙ্খল এবং দক্ষভাবে এগিয়ে যায়।

- **প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করে:** আইনি প্রক্রিয়ায়, প্রায়শই প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থ কাজ করে। সাক্ষ্য আইন অভিযুক্তদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি রাষ্ট্রপক্ষকে একটি জোরালো মামলা উপস্হাপনের সুযোগ করে দিয়ে এই ধরণের স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। ন্যায় বিচার এবং ন্যায্যতা বজায় রাখার জন্য এই ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ।

- **প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে অভিযোজন করে:** প্রযুক্তির বিবর্তনের সাথে সাথে সাক্ষ্যের প্রকৃতিরও বিবর্তন হয়। বৈদ্যুতিন নথি এবং ডিজিটাল যোগাযোগের মতো নতুন ধরনের প্রমাণের জন্য নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করে এই পরিবর্তনগুলির সাথে অভিযোজন করে নেওয়ার জন্য সাক্ষ্য আইনের পরিকল্পনা করা উচিত। এই অভিযোজন নিশ্চিত করে যে আইনি ব্যবস্থা কার্যকরভাবে আধুনিক ধরনের প্রমাণ পরিচালনা করতে পারে।

বিশেষভাবে BSA এর উল্লেখযোগ্যতা :

- এতে বলা হয়েছে যে সাক্ষ্যের মধ্যে বৈদ্যুতিক ভাবে প্রদত্ত যে কোনও তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সাক্ষী, অভিযুক্ত, বিশেষজ্ঞ এবং ভুক্তভোগীদের বৈদ্যুতিন সাধনের মাধ্যমে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেবে।

- এটি এমন একটি বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথির গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করে যার আইনি প্রভাব, বৈধতা এবং প্রয়োগযোগ্যতা অন্য যে কোনও নথির মতোই।

- এটি পরোক্ষ সাক্ষ্যের পরিধি প্রসারিত করার চেষ্টা করে।

- এটি আদালতে গ্রহণযোগ্য তথ্য এবং তার সার্টিফিকেশনের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করার চেষ্টা করে।

- এর মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর।

- BSA-তে 'যুক্তরাজ্যের সংসদ (Parliament of the United Kingdom)', 'প্রাদেশিক আইন (Provincial Act)', 'লন্ডন গেজেট (London Gazette)', 'কমনওয়েলথ (Commonwealth)', 'প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council)', 'কুইন'স প্রিন্টার (Queen's Printer)', 'হার ম্যাজেস্টি (Her Majesty)'র মতো শব্দগুলি, ঔপনিবেশিক ঘোষণা এবং আদেশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। 'ভাকিল (Vakil)', 'প্লীডার (Pleader)', 'ব্যারিস্টার (Barrister)'-এর মতো প্রাচীন শব্দগুলির পরিবর্তে 'অ্যাডভোকেট (Advocate) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'পাগল (Lunatic)'-এর মতো শব্দগুলিকে আরও সংবেদনশীল শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, যেমন 'অসুস্থ মনের ব্যক্তি'।

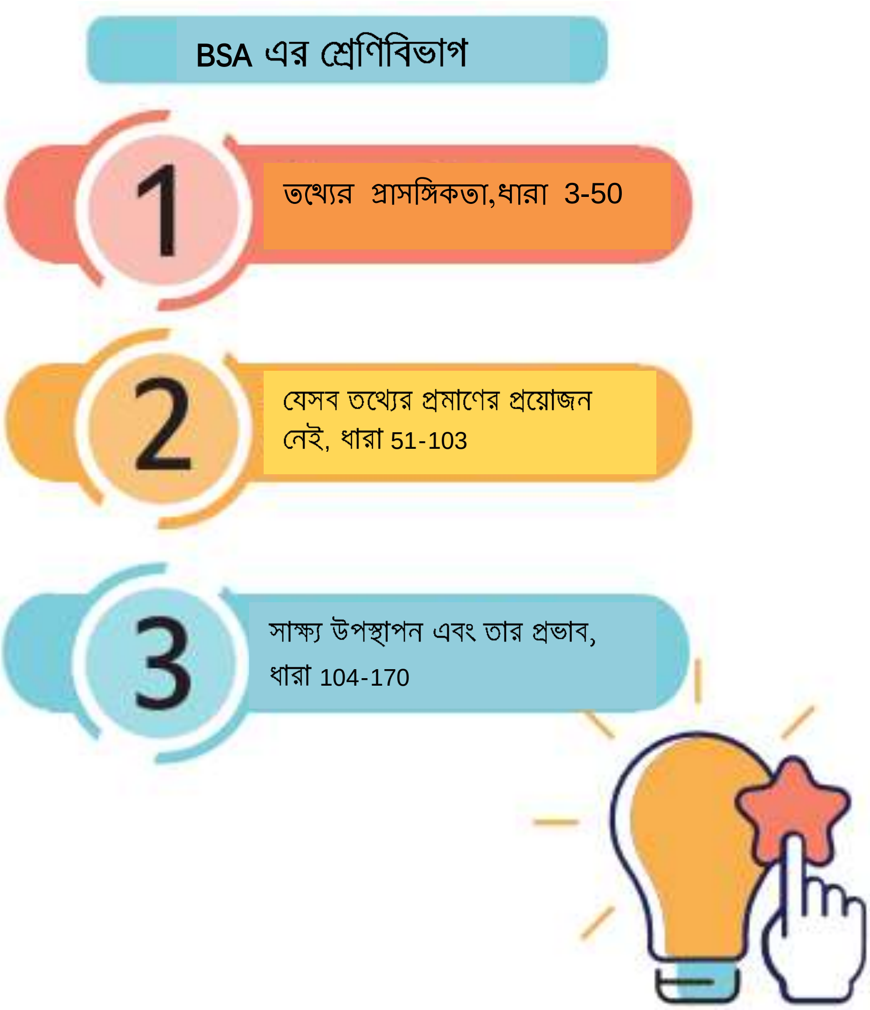

- **প্রমাণ প্রক্রিয়াকরণে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল উপায়ের ব্যবহার:** 'নথি'-র সংজ্ঞার মধ্যে ইমেলের বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথি, সার্ভার লগ (Server logs), কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনের নথি, বার্তা, ওয়েবসাইট, অবস্থানের প্রমাণ (Location evidence)এবং ডিজিটাল ডিভাইসে সংরক্ষিত ভয়েস মেল বার্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও 'সাক্ষ্য'-এর সংজ্ঞাটি বিস্তৃত করে বৈদ্যুতিনভাবে প্রদত্ত তথ্য যা সাক্ষী, অভিযুক্ত, বিশেষজ্ঞ এবং ভুক্তভোগীদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে উপস্থিতি সক্ষম করে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আপনি কি জানেন যে কিছু যোগাযোগকে বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত যোগাযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং আদালতে প্রকাশ করা যায় না? উদাহরণস্বরূপ, একজন আইনজীবী এবং তার মক্কেলের মধ্যে, অথবা স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ সুরক্ষিত থাকে। এটি সংবেদনশীল সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা এবং বিশ্বাস নিশ্চিত করে।

- **প্রাথমিক সাক্ষ্য (Primary evidence):** প্রাথমিক সাক্ষ্যের সংজ্ঞা বিস্তৃত করে তার মধ্যে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথি যা তৈরি বা সংরক্ষণ করা হয়, যথাযথ হেফাজতে থেকে তৈরি বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথি, ভিডিও রেকর্ডিং যা একই সাথে বৈদ্যুতিন আকারে সংরক্ষণ করা হয় এবং অন্য আকারে প্রেরণ বা সম্প্রচার করা হয়; এবং কম্পিউটারে একাধিক স্থানে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ করার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক প্রমাণ হল সর্বোচ্চ মানের প্রমাণ এবং এটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এটি আদালতে পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করা মূল নথি বা উপকরণগুলিকে বোঝায়। এই ধরণের প্রমাণ কোনও মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি আদালতে উপস্থাপন করা হয়। উদাহরণ: ব্যবসায়িক চুক্তিতে দুটি পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত মূল চুক্তি হল প্রাথমিক প্রমাণ।

- **গৌণ সাক্ষ্য (Secondary evidence):** গৌণ সাক্ষ্যর পরিধি বিস্তৃত করে তার মধ্যে মূল নথি থেকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরি অনুলিপি, মূল নথি থেকে তৈরি বা সমতুল্য অনুলিপি, যে পক্ষগুলিমূল নথি উপস্থাপন করেনি তাদের সম্পর্কিত নথির প্রতিরূপ এবং কোনও ব্যক্তি যিনি নিজে এটি দেখেছেন তার দ্বারা প্রদত্ত নথির বিষয়বস্তুর মৌখিক বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন নথির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন মৌখিক স্বীকারোক্তিও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নাম থেকেই বোঝা যায়, প্রাথমিক সাক্ষ্য উপলব্ধ না থাকলে গৌণ সাক্ষ্য ব্যবহার করা হয়।

এর মধ্যে মূল নথি বা উপকরণের অনুলিপি বা বিকল্প অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রাথমিক সাক্ষ্য পাওয়া না গেলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আদালতে গৌণ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। উদাহরণ: যখন মূল নথি হারিয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন মূল নথির একটি প্রতিলিপি,গৌণ সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

এছাড়াও, মূল লেখার অস্তিত্ব, অবস্থা বা বিষয়বস্তু লিখিতভাবে স্বীকার করা হলে তা গৌণ সাক্ষ্য রূপে ধরা যেতে পারে।

আদালত যখন সাক্ষ্যকে গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে তবেই তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

- **বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথির গ্রহণযোগ্যতা:** বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

- **বৈদ্যুতিন নথি:** বৈদ্যুতিন নথির বিষয়বস্তু যাচাই এবং প্রমাণীকরণের জন্য একটি সার্টিফিকেট যুক্ত করা হয়েছে, যার শর্ত হল যে কম্পিউটারের উপর আইনত নিয়ন্ত্রণ আছে এমন ব্যক্তি দ্বারা নিয়মিত কার্যকলাপের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়েছে , এতে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, কম্পিউটার সঠিকভাবে কাজ করছিল ইত্যাদি।

- **মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে বিশেষাধিকারসূত্রে যোগাযোগ:** মন্ত্রী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির মধ্যে যেকোনো বিশেষাধিকারে যোগাযোগের বিষয়ে আদালতকে তদন্ত করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।

- **বিশেষজ্ঞ:** BSA 'বিদেশী আইন', 'বিজ্ঞান বা শিল্প' এবং 'অন্য যে কোনও ক্ষেত্র'-এর সংযুক্তি করণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের সংজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করে বলেছে যে, তারাই বিশেষজ্ঞ যারা 'বিদেশী আইন', 'বিজ্ঞান বা শিল্প' অথবা 'অন্য যে কোনও ক্ষেত্র' তে মতামত দিতে পারেন ।

তথ্য, বিতর্কাধীন তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য :

BSA অনুসারে, "তথ্য" বলতে বোঝায় :

- ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য যে কোনও কিছু, বস্তুর অবস্থা, বা বস্তুর সম্পর্ক;
- যে কোনও মানসিক অবস্থা যার সম্পর্কে যে কোনও ব্যক্তি সচেতন।

'বিতর্কাধীন তথ্য' বলতে এমন যে কোনও তথ্য বোঝায় যা থেকে নিজে অথবা অন্যান্য তথ্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে, অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব, কোনও অধিকারের প্রকৃতি বা ব্যাপ্তি , দায় বা অক্ষমতা যা কোনও মামলা বা কার্যধারায় দাবি করা বা অস্বীকার করা হয়েছে তা আহরিত হয়েছে।

একটি তথ্য অন্য একটি তথ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয় যখন সেগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্য সংক্রান্ত আইনের নিয়ম অনুসারে সংযুক্ত থাকে। প্রাসঙ্গিকতার অর্থ হল একটি সংযোগ রয়েছে এবং এই সংযোগ বিচারককে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে আলোচিত মামলায় তথ্যটি সত্য কিনা।

আপনি কি জানেন যে, এস্টোপেল (Estoppel) মতবাদ একজন ব্যক্তিকে তার পূর্বে বলা বা সম্মতির বিষয়ক বিরোধিতা করতে বাধা দেয়, যদি অন্য কেউ সেই বিবৃতির উপর নির্ভর করে থাকে ?

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন বাড়িওয়ালা একজন ব্যক্তিকে ভাড়াটে হিসাবে স্বীকার করেন এবং তারপর আদালতে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন, তাহলে বাড়িওয়ালাকে তা করা থেকে বিরত করা হয় [এটা কি ঠিক আছে?]।

উদাহরণ- কল্পনা করুন এমন একটি আইনি মামলা যেখানে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি দোকান থেকে একটি মূল্যবান জিনিস চুরি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে:

- "তথ্য" হল অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে চুরি হওয়া জিনিসের উপস্থিতি।
- 'বিতর্কাধীন তথ্য' হবে অভিযুক্ত ব্যক্তি আসলে জিনিসটি চুরি করেছে কিনা।
- অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে জিনিসটি পাওয়া গেছে এই তথ্যের "প্রাসঙ্গিকতা" সামগ্রিক মামলার সাথে সেটি কীভাবে সম্পর্কিত তা দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি এমন প্রমাণ থাকে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুমতি ছাড়াই জিনিস নিতে দেখা গেছে অথবা জিনিসটি তাদের জিনিসপত্রের মধ্যে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে, তাহলে চুরির মামলায় তাদের দোষ বা নির্দোষিতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই তথ্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

প্রমাণিত, ভুল প্রমাণিত এবং অপ্রমাণিত তথ্য :

কোনও তথ্যকে "ভুলপ্রমাণিত" বলা হয় যখন, তার সামনে রাখা বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে, আদালত হয় এটি বিশ্বাস করে যে তার অস্তিত্ব আছে, অথবা এর অস্তিত্ব এতটাই সম্ভাব্য বলে মনে করে যে, নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতিতে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত এটির অস্তিত্ব আছে ধরে নিয়ে কাজ করা।

কোনও তথ্যকে "ভুল প্রমাণিত" বলা হয় যখন, তার সামনে রাখা বিষয়গুলি বিবেচনা করার পর, আদালত হয় এটি বিশ্বাস করে যে এটির অস্তিত্ব নেই,

অথবা এর অনস্তিত্বকে এতটাই সম্ভাব্য বলে মনে করে যে, নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতিতে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত এটির অস্তিত্ব আছে ধরে নিয়ে কাজ করা।

একটি সত্যকে "প্রমাণিত নয়" বলা হয় যখন তা প্রমাণিত বা ভুল প্রমাণিত কোনটাই হয় না।" এর অর্থ হল তথ্যটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না আবার তথ্যটির অস্তিত্ব আছে বলেও বিশ্বাস করা হয় না। অন্য ভাবে, কোন সাধারণভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না যে তথ্যটির অস্তিত্ব আছে আবার তথ্যটির তিনি এও বিশ্বাস করেন না যে তথ্যটির অস্তিত্ব নেই ।

প্রমাণের দায়ভার :

BSA অনুসারে, যে কোনও ব্যক্তি যদি চান যে আদালত কোনও আইনি অধিকার বা দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিক, তাহলে তাকে অবশ্যই তার দাবি করা তথ্য প্রমাণ করতে হবে। এই তথ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করার এই বাধ্যবাধকতাকে প্রমাণের দায়ভার বলা হয়।

BSA আরও স্পষ্ট করে যে, প্রমাণের দায়ভার সেই ব্যক্তির উপর বর্তায় যিনি কোনও প্রমাণ উপস্থাপন না করতে পারলে মামলাটি হেরে যাবেন। অন্য কথায়, প্রমাণের দায়িত্ব সেই পক্ষের উপর বর্তায় যারা মামলা বা কোনও আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে।

উদাহরণ: যদি কোনও ব্যক্তি এই দাবি করে মামলা দায়ের করে যে তার প্রতিবেশী তার সম্পত্তি নষ্ট করেছে, তাহলে প্রমাণের দায়িত্ব মামলা দায়েরকারী ব্যক্তির উপর বর্তাবে। তাদের দাবির সমর্থনে তাদের প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে। যদি তারা পর্যাপ্ত প্রমাণ সরবরাহ করতে না পারে, তাহলে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেবে না।

উদ্দেশ্য , প্রস্তুতি এবং আচরণ :

ইচ্ছা শক্তি: উদ্দেশ্য সেই হল চালিকাশক্তি যা কাউকে কাজ করতে বাধ্য করে। এটিই তাদের কিছু করতে উৎসাহিত বা বাধ্য করে। উদ্দেশ্যের সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষ সাধারণত কারণ ছাড়া কাজ করে না। এই সাক্ষ্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন কোনও মামলা পরোক্ষ সূত্র বা পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি চুরির মামলায় যেখানে

আপনি কি জানেন যে কোনও ব্যক্তির চরিত্র সাধারণত তার আচরণ প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়? তবে, কিছু নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম আছে। উদাহরণস্বরূপ, মানহানির ক্ষেত্রে, মানহানির শিকার ব্যক্তির চরিত্র প্রাসঙ্গিক হতে পারে এবং ফৌজদারি মামলায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অংশ হিসাবে ভাল চরিত্রের প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন।

কোনও বাড়ি থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায়, অভিযুক্তের উদ্দেশ্য - যেমন আর্থিক অনটন বা প্রতিশোধ - অপরাধটি কেন সংঘটিত হয়েছিল তা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করতে পারে।

প্রস্তুতি: যখন কেউ অপরাধ করার পরিকল্পনা করে, তখন তারা প্রায়শই এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়। এই প্রস্তুতির মধ্যে অপরাধ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা পদার্থ সংগ্রহ করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যক্তি (যদি তাদের Y বলি) বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে বিষ কাউকে প্রয়োগ করতে চান, তাহলে তাদের আগে থেকেই সেই বিষ সংগ্রহ করতে হবে।

এখন, আইনি পরিভাষায়, প্রস্তুতির প্রমাণ বলতে প্রকৃত অপরাধ করার আগে ব্যক্তির গৃহীত পদক্ষেপকে বোঝায়। এটি ফৌজদারি তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ পরিকল্পনার পর্যায় এবং অপরাধ সম্পাদনের মধ্যে এটি একটি সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে । আমাদের উদাহরণে, যদি Y-এর কাছে বিষ পাওয়া যায় অথবা তারা এটি সংগ্রহ করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে এটি অপরাধ পরিকল্পনা এবং সম্পাদনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলাকে শক্তিশালী করে।

আচরণ: BSA-এর অধীনে, আইনি প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ব্যক্তির আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, অনুমোদিত এজেন্ট-এর আর্থিক জালিয়াতির ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত পক্ষের তাদের আর্থিক উপদেষ্টার অনুমোদিত প্রতিনিধি মত আচরণ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উপদেষ্টার আচরণ, যার মধ্যে তাদের পরামর্শ, লেনদেন এবং অভিযুক্তের সাথে যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত, তথাকথিত জালিয়াতি এবং প্রতিনিধির জড়িত থাকার পরিমাণ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। একইভাবে, ভুক্তভোগীর আচরণ, যেমন জালিয়াতির প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া, অভিযুক্তের সাথে মিথস্ক্রিয়া এবং সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা, অপরাধের প্রভাব এবং পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে।

সাক্ষ্যর গ্রহণযোগ্যতা

সাক্ষ্যর গ্রহণযোগ্যতা বলতে বোঝায় যে কোনও কিছু আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে বা ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা। প্রমাণের মধ্যে রয়েছে নথি, সাক্ষ্য, বা কোনও মামলায় তথ্য প্রমাণ বা খণ্ডন করার জন্য উপস্থাপিত বস্তু। আদালতে সমস্ত প্রমাণ অনুমোদিত নয়; কেবল নির্ভরযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক প্রমাণই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এর অর্থ

আপনি কি জানেন যে মৃত্যুকালীন ঘোষণা - একজন ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া বিবৃতি যিনি মনে করেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন, ভারতীয় প্রমাণ আইনের অধীনে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়?
যুক্তি হলো, মৃত্যুশয্যায় থাকা ব্যক্তির মিথ্যা বলার সম্ভাবনা কম।

হল প্রমাণ অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য এবং বিচারাধীন মামলার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হতে হবে। আইনি সিদ্ধান্তনেওয়ার জন্য কেবল উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আদালত প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি চুরির মামলায়, যদি অভিযোগকারী অপরাধস্থলে অভিযুক্তকে দেখায় এমন নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজ জমা দিতে চায়, তাহলে আদালত মূল্যায়ন করবে যে ফুটেজটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করে কিনা। এর মধ্যে রয়েছে ফুটেজের সত্যতা যাচাই করা, এটি মামলার সাথে প্রাসঙ্গিক কিনা তা নিশ্চিত করা (অর্থাৎ, অভিযুক্তকে চুরি করতে দেখা যাচ্ছে), এবং নিশ্চিত করা যে এটি আইনগতভাবে প্রাপ্ত। যদি আদালত নির্ধারণ করে যে ফুটেজটি এই মানদণ্ড পূরণ করে এবং নির্ভরযোগ্য, তাহলে এটি গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিচারের সময় প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনি কি জানেন যে অপরাধের সাথে একই লেনদেনের অংশ হিসেবে দেওয়া বিবৃতি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য? "রেসগেস্টে (Resgestae)" নামে পরিচিত এই নীতির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত এবং ঘটনার সাথে সমসাময়িক বিবৃতিগুলিকে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আক্রমণের সময় সাহায্যের জন্য চিৎকার আদালতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বীকারোক্তি এবং দোষস্বীকার:

স্বীকারোক্তি বলতে সাক্ষীদের দ্বারা প্রদত্ত একটি বিবৃতিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা কোনও বিচারাধীন বিষয় বা প্রাসঙ্গিক তথ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপনা করে। স্বীকারোক্তি একটি নথি, মৌখিক বিবৃতি বা বৈদ্যুতিন আকারে হতে পারে। মামলার প্রক্রিয়ার কোনও পক্ষের দ্বারা, অথবা কোনও প্রতিনিধি দ্বারা এই ধরনের কোনও পক্ষের কাছে প্রদত্ত বিবৃতি, যাকে আদালত মামলার পরিস্থিতিতে স্পষ্টভাবে বা পরোক্ষভাবে তার দ্বারা অনুমোদিত বলে মনে করে, স্বীকারোক্তি বলা হয়।

আপনি কি জানেন যে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের অধীনে পুলিশ আধিকারিকদের কাছে করা স্বীকারোক্তি সাধারণত আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়? এটির উদ্দেশ্য বলপ্রয়োগ রোধ করা এবং স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি প্রদান নিশ্চিত করা। তবে, যদি স্বীকারোক্তির ফলে কোনও তথ্য আবিষ্কার হয়, তবে সেই তথ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনও ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক তার অপরাধ স্বীকার করাকে দোষস্বীকার বলা হয়। বিবৃতি থেকে যে অনুমানটি বোঝা উচিত তা হলো সে অপরাধটির জন্য দোষী।

উদাহরণস্বরূপ, একটি চুরির মামলায়, ঝুমার বিরুদ্ধে একটি মূল্যবান জিনিস চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে। বিচার চলাকালীন, চুরির সময় সেখানে উপস্থিত একজন ব্যক্তি বিবৃতি দেন, "হ্যাঁ, আমি এই মেয়েটিকে (ঝুমার কথা উল্লেখ করে) দোকান থেকে জিনিসটি নিতে দেখেছি।" এই বিবৃতিটি একটি স্বীকারোক্তি কারণ এটি সরাসরি জড়িত তথ্যের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ ঝুমা চুরি করেছে কিনা।

এখন, যদি ঝুমা নিজেই বলে, "হ্যাঁ, আমি জিনিসটি নিয়েছি," তাহলে সেটা হবে দোষস্বীকার। এটি অপরাধ স্বীকার করা এবং মামলায় তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাক্ষী :

একজন সাক্ষী হলেন এমন একজন যিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনও ঘটনা দেখেছেন বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যেমন অপরাধ, দুর্ঘটনা, বা কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সাক্ষীর প্রকারভেদ :

- **অভিযোগকারীর (Prosecution) সাক্ষী:** এই সাক্ষীকে অভিযোগকারী পক্ষ তাদের মামলার সমর্থনে হাজির করে। উদাহরণস্বরূপ, এমন একজন ব্যক্তি যিনি অপরাধটি ঘটতে দেখেছেন এবং কী ঘটেছিল তা বর্ণনা করতে পারেন।

- **অভিযুক্তপক্ষের সাক্ষী:** অভিযুক্তকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সহায়তা করার জন্য অভিযুক্তপক্ষ এই সাক্ষীকে হাজির করে।

- **প্রত্যক্ষদর্শী:** এমন একজন যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন।

- **বিশেষজ্ঞ সাক্ষী:** মামলার সাথে প্রাসঙ্গিক কোনও নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পেশাগত, শিক্ষাগত বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ। উদাহরণস্বরূপ, একজন ফরেনসিক বিজ্ঞানী যিনি ডিএনএ সংক্রান্ত প্রমাণ ব্যাখ্যা করতে পারেন।

- **প্রতিকূল সাক্ষী:** একজন সাক্ষী যার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তারা সত্যবাদী নন অথবা সত্য প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। উদাহরণস্বরূপ, একজন সাক্ষী যিনি শপথ নিয়ে বারবার তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করেন।

- **শিশু সাক্ষী:** এমন একটি শিশু যে আদালতের জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলি বোঝে এবং যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারে।

- **আকস্মিক সাক্ষী**: একজন ব্যক্তি যিনি ঘটনাস্থলে কাকতালীয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, পাশ দিয়ে যাওয়া কেউ যিনি ঘটনাটি ঘটতে দেখেছেন।

- **সহযোগী সাক্ষী:** অপরাধের সাথে জড়িত একজন ব্যক্তি যিনি সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন চোর যিনি পুলিশের সাথে সহযোগিতা করেন এবং অপরাধে তাদের অংশীদারদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন।

চিত্র-2 সাক্ষীর প্রকারভেদ

বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য (Expert Evidence)

একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি এখন কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা রাখেন, যা মামলার সরাসরি অংশ না হলেও আদালতকে জটিল বিষয় বোঝাতে সহায়তা করে। এই বিশেষজ্ঞরা তাদের পেশাগত মতামত প্রদান করেন যাতে আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি আরও ব্যাপক হয় এবং তা আদালতকে ন্যায়বিচার প্রদান করতে সাহায্য করেন।

আপনি কি জানেন যে আদালতে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণযোগ্য? উদাহরণস্বরূপ, হাতের লেখা, আঙুলের ছাপ, এমনকি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মতামত, এমনকি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে একজন ডাক্তারের মতামতও মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

এটি আদালতকে বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহিত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

যখন আদালতকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মতামত গঠন করতে হয়–যেমন, বিদেশি আইন, বিজ্ঞান, শিল্প, হস্তলিপি বা আঙুলের ছাপ–তখন আদালত সেই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর নির্ভর করে। এই বিশেষভাবে দক্ষ ব্যক্তিদের মতামত প্রাসঙ্গিক তথ্য (relevant facts) হিসাবে বিবেচিত হয়। সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার সীমার বাইরে থাকা প্রযুক্তিগত বা বিশেষায়িত তথ্য ব্যাখ্যা করতে এই বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়।

বৈদ্যুতিন নথি (Electronic Records)

দলিলের সংজ্ঞা:ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 অনুযায়ী, "দলিল"-এর সংজ্ঞার মধ্যে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ ইমেইল, সার্ভার লগ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনে থাকা নথি, বার্তা, ওয়েবসাইট, অবস্থান সংক্রান্ত প্রমাণ এবং ডিজিটাল যন্ত্রে সংরক্ষিত ভয়েস মেইল বার্তা–এই সবকিছুই দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

BSA অনুযায়ী, "দলিল" বা "দলিল প্রমাণ" হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য তথ্যের অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক নয়। যে কোনও উপাদানের উপর যে কোনও উপায়ে রেকর্ডকৃত তথ্য দলিল হিসাবে গণ্য হবে।

আপনি কি জানেন যে কিছু তথ্য আদালত প্রমাণ ছাড়াই ধরে নেয়?
উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যক্তির কথা সাত বছর ধরে এমন ব্যক্তিদের দ্বারা না শোনা যায় যারা স্বাভাবিকভাবেই তার সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে আইন তাকে মৃত বলে ধরে নেয় যদি না অন্যথা প্রমাণিত হয়।

প্রমাণের সংজ্ঞা:

BSA-তে বৈদ্যুতিন তথ্যকেও প্রমাণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাক্ষীদের দ্বারা বৈদ্যুতিনভাবে প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকেও মৌখিক বিবৃতির মতো প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রাথমিক প্রমাণ:

প্রাথমিক প্রমাণের মধ্যে মূল দলিল এবং নির্দিষ্ট কিছু বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল নথি অন্তর্ভুক্ত।

BSA-তে যেসব ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন রেকর্ড প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় তার উদাহরণ:

1. একাধিক ফাইল (Multiple Files): যদি কোনো বৈদ্যুতিন রেকর্ড একাধিক ফাইলে তৈরি বা সংরক্ষিত হয়, তাহলে প্রতিটি ফাইলকেই প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে ধরা হবে।

2. সঠিক হেফাজত(Proper Custody): যদি কোনো বৈদ্যুতিন রেকর্ড সঠিক হেফাজত থেকে উপস্থাপিত হয় এবং সেটি বিতর্কিত না হয়, তবে সেটি প্রাথমিক প্রমাণ।

3. যুগপৎ সংরক্ষণ (Simultaneous Storage):যদি কোনও ভিডিও রেকর্ডিং একযোগে বৈদ্যুতিনভাবে সংরক্ষিত হয় এবং অন্য কোথাও প্রেরিত বা স্থানান্তরিত হয়, তাহলে প্রতিটি সংরক্ষিত রেকর্ড প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে।

4. একাধিক সংরক্ষণ স্থান(Multiple Storage Spaces):
যদি কোনও বৈদ্যুতিন রেকর্ড কম্পিউটারের একাধিক স্থানে সংরক্ষিত হয়, তবে প্রতিটি স্থান, এমনকি অস্থায়ী ফাইলও, প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে ধরা হবে।

বৈদ্যুতিন রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা: BSA-তে নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে প্রত্যেকবার বৈদ্যুতিন প্রমাণ আদালতে উপস্থাপনের সময় একটি শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। এই শংসাপত্র বৈদ্যুতিন প্রমাণের সত্যতা যাচাই করতে সহায়তা করে।

প্রধান জিজ্ঞাসাবাদ (Examination-in-Chief), পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ (Re-examination) এবং অন্যপক্ষ দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ (Cross Examination)

যে পক্ষের উপর প্রমাণের দায়ভার (burden of proof) বর্তায়, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব তার। আদালতে প্রমাণ উপস্থাপন এবং তা চ্যালেঞ্জ করায় এই আরাম্ভ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত ধাপবস্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে:

1. প্রধান জিজ্ঞাসাবাদ (Examination-in-Chief):
এটি হচ্ছে সাক্ষীকে যে পক্ষ আদালতে উপস্থিত করেছে, সেই পক্ষের দ্বারা সাক্ষীর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ। এর উদ্দেশ্য হলো এমন তথ্য উদ্ঘাটন করা, যা সেই পক্ষের মামলাকে সমর্থন করে, যার উপর প্রমাণের দায়ভার রয়েছে।

আপনি কি জানেন যে উত্তরের ইঙ্গিত দেয় প্রশ্ন সাধারণত সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের সময় অনুমোদিত নয় কিন্তু জেরা করার সময় অনুমোদিত? এই পার্থক্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে সাক্ষীরা কেবল জিজ্ঞাসাবাদকারী আইনজীবীর পরামর্শের সাথে একমত হওয়ার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব সাক্ষ্য প্রদান করে।

2. অন্যপক্ষ দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ (Cross-Examination):
প্রধান জিজ্ঞাসাবাদের পরে, প্রতিপক্ষ সাক্ষীকে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করা।

3. পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ (Re-Examination):
পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের পর, যে পক্ষ সাক্ষীকে প্রথমে উপস্থাপন করেছিল তারা পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। এই ধাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রদত্ত কোনও উত্তর স্পষ্ট করা বা তার ব্যাখ্যা প্রদান করা, যা প্রতিপক্ষ দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদের সময় দেওয়া সাক্ষীর সাক্ষ্যকে দুর্বল করতে পারে।

সাক্ষ্যের ধরনসমূহ (Types of Evidence)

1. প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য (Direct Evidence): প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এমন তথ্য যা অন্য কোনও তথ্যের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কোনও বিচারাধীন তথ্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে।

2. মৌখিক সাক্ষ্য (Oral Evidence): মৌখিক সাক্ষ্য বলতে সেই প্রমাণ বোঝানো হয় যা মুখে বলা কথা। এটি কোনও দলিল বা নথির সহায়তা ছাড়াই প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যায়, যদি এটি বিশ্বাসযোগ্য হয়।

3. দলিল সাক্ষ্য (Documentary Evidence): দলিল সাক্ষ্য হচ্ছে এমন প্রমাণ যা কোনো বিষয়কে বর্ণনা বা প্রকাশ করে কোনো উপাদানে অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের মাধ্যমে অথবা একাধিক উপায়ে রেকর্ড করা হয়েছে। এই ধরনের প্রমাণ আদালতে কোনো বিতর্কিত বিষয় প্রমাণ করার জন্য দলিল আকারে উপস্থাপিত হয়।

4. পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য (Circumstantial Evidence): পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য হলো এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য, যিনি প্রাসঙ্গিক অন্য ঘটনার সাক্ষী, যেখান থেকে বিচারাধীন তথ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

5. শ্রুতিকথা সাক্ষ্য (Hearsay Evidence): শ্রুতিকথা প্রমাণকে আহরিত প্রমাণও বলা হয়। এটি এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য যারা আদালতের বাইরে করা কোনো বক্তব্যকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেন, এবং সেই বক্তব্যকে নিজের সত্য হিসাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়।

6. চূড়ান্ত সাক্ষ্য (Conclusive Evidence): এটি এমন প্রমাণ যা আদালতে উপস্থাপন করা হলে তা চূড়ান্ত ও নির্ধারক প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়।

কুইজ

1. সাক্ষ্য আইনে কাদের বিশেষজ্ঞ (Experts) হিসাবে গণ্য করা হয়?

(a) দুই পক্ষের প্রতিনিধি আইনজীবীরা

(b) মামলার বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি

(c) বিদেশি আইন, বিজ্ঞান, শিল্প বা অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তিবর্গ

(d) মামলার বিচারক

উত্তর: (c)

2. এমন কোন প্রমাণ যা সাক্ষীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় অন্য প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে, যেখান থেকে বিচারাধীন তথ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়?

(a) প্রত্যক্ষ প্রমাণ

(b) পরিস্থিতিগত প্রমাণ

(c) শ্রুতিকথা প্রমাণ

(d) মৌখিক প্রমাণ

উত্তর: (b)

3. কোন আইনটি 1872 সালের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট-কে প্রতিস্থাপিত করেছে?

(a) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

(b) ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023

(c) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023

(d) ভারতীয় নাগরিক অধিনিয়ম, 2023

উত্তর: (b)

4. সাক্ষ্য আইনে 'গৌণ সাক্ষ্য' বলতে কী বোঝায়?

(a) প্রতিপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণ

(b) এমন প্রমাণ যা প্রাথমিক প্রমাণের মতো নির্ভরযোগ্য নয়

(c) এমন প্রমাণ যা প্রাথমিক প্রমাণ অনুপস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়

(d) অবৈধভাবে প্রাপ্ত প্রমাণ

উত্তর: (c)

5. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 কীভাবে প্রাথমিক প্রমাণের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে?
(a) হাতে লেখা দলিল অন্তর্ভুক্ত করে
(b) শুধুমাত্র বস্তুগত রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করে
(c) বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করে
(d) সব ধরনের গৌণ প্রমাণ বাদ দিয়ে

উত্তর: (c)

সক্রিয়তা (Activities)

1. "সাক্ষ্য আইনের উপর প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রভাব" বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে এমন বিভিন্ন দলে ভাগ করতে হবে (যেমন: আইনজীবী, বিচারক, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি) এবং বৈদ্যুতিন প্রমাণ আদালতে অন্তর্ভুক্ত করার সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক করতে দিতে হবে।

2. সাক্ষ্য আইন সংস্কারের নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর উপর গবেষণার কাজ দিতে হবে, যেমন: ডিজিটাল রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা, বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদের ভূমিকা, অথবা ফরেনসিক প্রমাণের ব্যবহার। শিক্ষার্থীরা তাদের অনুসন্ধান প্রতিবেদন বা উপস্থাপনার মাধ্যমে উপস্থাপনা করতে পারবে।

3. আইনজীবী, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বা সাক্ষ্য আইন বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁরা বাস্তব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন, সাম্প্রতিক মামলার উদাহরণের আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

প্রতিফলন (Reflections)

এই মডিউলটি ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023)-এর উপর আলোকপাত করে, যা ভারতীয় আদালতগুলিতে প্রমাণ উপস্থাপনের নিয়মাবলি নির্ধারণ করে। এটি এমন একটি নির্দেশিকা যা বুঝতে সহায়তা করবে যে বিচার প্রক্রিয়ায় কীভাবে তথ্য উপস্থাপন করা হয়, বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়। আপনি যদি একজন কৌতূহলী শিক্ষার্থী, ভবিষ্যতের আইনজীবী, অথবা কেবলমাত্র দেশের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী একজন সচেতন নাগরিক যাই হন না কেন, তাহলে এই মডিউল আপনাকে সাক্ষ্য আইনের জটিল জগতে পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

অভিভাবকদের জন্য বার্তা (Message for parents)

অভিভাবক হিসেবে, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 এবং সাক্ষ্য আইনগুলির উপর এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া আপনার জন্য উপকারী।আপনার সন্তানের সঙ্গে আলোচনা করুন। কীভাবে প্রমাণের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে, বিশেষ করে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল রেকর্ডের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে, এবং কীভাবে এটি আমাদের বিচার প্রক্রিয়াকে আধুনিক করে তুলেছে। সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নীতি এবং ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার বিষয়সহ ন্যায্য বিচারনীতির গুরুত্ব আমাদের বিচার ব্যবস্থার অভিন্ন অংশ হিসেবে তুলে ধরুন। এই উপলব্ধি গড়ে তোলার মাধ্যমে, আমরা আমাদের সন্তানদের সাক্ষ্য আইনের সূক্ষ্মতাগভীরভাবে উপলব্ধি করতে এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজগঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত করতে পারি।

তথ্যসূত্র :

- 248th Report - Parliamentary Standing Committee Report- SC_Report_Bharatiya_Sakshya_Bill_2023.pdf (prsindia.org)
- Batul, L. 2014. The Law of Evidence. Central Law Agency
- Crime in India, 2022, Statistics Volume I, National Crime Records Bureau (Ministry of Home Affairs) Government of India National Highway 48, Mahipalpur, New Delhi - 110037.
- Ratanlal & Dhirajlal, 2022. The Law of Evidence. LexisNexis
- Sarathi, V. P. 2013. Law of Evidence. EBC Explorer
- Srivastava, Gouri, et.al, 2024-25, Legal Literacy Handbook for Curriculum Developers (Draft), NCERT, New Delhi, under Publication.
- The Gazette of India, 2023. The Bharatiya Sakshaya Adhiniyam, 2023

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING